তারিখ 03 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

স্কুল এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক কর্মচারীর মানবেতর জীবন-যাপন

■ সরিষাবাড়ী (জামালপুর) সংবাদদাতা

সরিষাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী যমুনার পূর্ব তীরে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার মুনসুর নগর ইউনিয়নের শালগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ১৭ বছরেও এমপিও ভুক্ত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রায় দেড় যুগ ধরে জেএসসি ও পাবলিক পরীক্ষায় নিয়মিত অংশ নিয়ে ভালো ফলাফলও করে আসছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক কর্মচারীরা সকল প্রকার সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

জানা যায়, কাজীপুর উপজেলা থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. দূরে যমুনার পূর্ব তীরে দুর্গম চরাঞ্চলে শালগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি লাভের পর দীর্ঘ ১১ বছর পর্যন্ত শিক্ষা নীতিমালার সকল শর্ত পূরণ করে আসলেও এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। বিদ্যালয়টি ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়ে ২০০৩ সালে নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে একাডেমি স্বীকৃতি পায় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে পাঠদানের স্বীকৃতি পায় ২০০৫ সালে। এসএসসি পরীক্ষার হার ২০১৩ সালে ৮০.৩৭ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৮৩.৩৩ এবং ২০১৫ সালে ৯৭.৮৭ ভাগ। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রায় সাড়ে ৬ শতের অধিক। ৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৩ জন। ১ একর জমির উপর নির্মিত বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও আসবাবপত্রের সংখ্যা পর্যাপ্ত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। জানা যায়, তার চাকরির বয়স প্রায় শেষদিকে। আর মাত্র ১ বছর বাকি আছে। তিনি এলাকার দরিদ্র মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ এমপিওভুক্তি না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলেই পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

কাজীপুর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আরা বেগম বলেন, দুর্গম চর এলাকা হিসেবে বিদ্যালয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এই এলাকার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।